ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম

শরীফ আহমেদ

ডেঙ্গু ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় । ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনের দিনের মধ্যে সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ দেখা দেয়। ডেঙ্গু জ্বর নানাধরনের জটিলতা তৈরি করতে পারে। তাই শুরুতে সচেতন হওয়া দরকার। কোনোভাবেই অবহেলা করা ঠিক না। আমাদের দেশে সাধারণত মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বর হয়ে থাকে। এই জ্বর অতিরিক্ত মাত্রার হয়ে থাকে, এর সাথে উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় তীব্র শরীর ব্যথা,চোখের চারপাশে এবং পিছনে ব্যথা বমি বমিভাব, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, স্বাদের পরিবর্তন, গায়ে লালচেভাব ইত্যাদি। সবার একই উপসর্গ দেখা দেবে বিষয়টি এমন নয়। জ্বর দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ডেঙ্গু টেস্ট অর্থাৎ ডেঙ্গু এনএসওয়ান টেস্ট করে নেওয়া দরকার। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ডেঙ্গু জ্বর হলে বিশ্রামে থাকতে হবে এবং প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনোভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা যাবে না। অস্বাভাবিক দুর্বলতা,অসংলগ্ন কথা বলা, অনবরত বমি, তীব্র পেটে ব্যথা,গায়ে লাল ছোপ ছোপ দাগ, শ্বাসকষ্ট, হাত, পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, রোগীর মুখ,নাক,দাঁতের মাড়ি,পায়ুপথে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি দেখা গেলে জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে।অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি। এ বছর জানুয়ারি থেকে ০৩ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২০ হাজার ৩৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে । এ সময়ে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৯ হাজার ৩২৩ জন। আর মারা গেছে ৭৮ জন। ডেঙ্গু আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার ।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ও জনসংখ্যা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে বেশি । ডেঙ্গু আক্রান্তের হারও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বেশি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ (Integrated Vector Management) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার উল্লেখযোগ্য হলো, পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি জমে এমন পরিত্যক্ত বর্জ্য অপসারণসহ বিভিন্ন নর্দমা, খাল,জলাশয় নিয়মিতভাবে সংস্কার ও পরিস্কার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এটি একটি চলমান কার্যক্রম। জৈব নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাশয়ে মশার লার্ভা খায় এমন মাছ ও ব্যাঙ চাষ করা হচ্ছে। রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডে ৮ জন মশককর্মী ৮ টি হস্তচালিত মেশিনের মাধ্যমে ৫ বার করে মোট ৪০ টি মেশিনের সমান কীটনাশক দিয়ে সকাল ৯ টা হতে ১ টা পর্যন্ত লার্ভিসাইডিং এবং দুপুর ২.৩০ হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫ জন মশককর্মী ৫ টি ফগার মেশিনের মাধ্যমে ২ বার করে মোট ১০ টি মেশিনের সমান কীটনাশক দিয়ে এডাল্টিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মশা নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হচ্ছে। মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে জুম্মার নামাজের পূর্বে মুসল্লিদের সচেতন করার লক্ষ্যে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। এবিষয়ে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কি কি পদক্ষেপ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তাও অবহিত করা হচ্ছে। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিয়ে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বছরের শুরুতে এডিস মশার লার্ভার সম্ভাব্য উৎসস্থল অপসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আবাসন সমিতি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উৎসস্থল নির্মূলের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মেয়র মহোয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে নিয়মিত মশক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পাক্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এসব সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এডিস মশার প্রজনন শনাক্তকরণ পূর্বক ধ্বংসকরণ কার্যক্রমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ০১ এপ্রিল ২০২১ হতে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এডিস মশার লার্ভা শনাক্তে ২১ হাজারেরও বেশি ভবন ও স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে,তন্মধ্যে ৯১৪ টি ভবন/ স্থাপনায় লার্ভা শনাক্ত করা হয়েছে। এজন্য ৬১২ টি মামলার বিপরীতে ৯০ লাখ ২২ হাজারেরও বেশি টাকা জরিমানা হিসেবে আদায় করা হয়েছে। ০১ আগস্ট ২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মিলনায়তনে মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভায় কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সেই নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রতিদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত রোগীর বাড়িতে এবং বাড়ির আশেপাশে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার রোগীর বাড়ি ও বাড়ির আশেপাশে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ডেঙ্গু রোগী শনাক্তে বিনামূল্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু কিটের মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৌসুম পূর্বে এডিস মশার জরিপের ফলাফল অনুযায়ী এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঝুঁকিপূর্ণ ০৭ টি ওয়ার্ডে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা বিবেচনায় ০৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমানে ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা বিবেচনায় চিরুনি অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। গত ০২ আগস্ট ২০২১ হতে ৩১ আগস্ট ২০২১ নগর ভবনে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫ টি ওয়ার্ডে মাননীয় মেয়রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলরদের সরাসরি অংশগ্রহণে মশক নিধন কার্যক্রম সরাসরি লাইফ মনিটরিং করা হয়েছে। এছাড়াও নগর ভবনে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণকক্ষের টেলিফোন ও অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে উল্লিখিত স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সমন্বয় করে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চলমান আছে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নগরবাসীর সচেতনতার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তাই সবাইকে এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রদ্বয় নগরবাসীর নিকট সেই আহবান জানিয়েছেন ।

#

১০.০৯.২০২১ পিআইডি ফিচার